STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

সেপ্টেম্বর ২০১৮
নবপর্যায় ৬৫
মূল্য ১০ টাকা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান পদ্মভূষণ ছবি : পরিষদ বার্তা

সংসদ নির্বাচন নিয়ে সংখ্যালঘুরা শঙ্কিত ॥ নিরাপত্তা দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সংখ্যালঘুরা শঙ্কিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আগামি নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন সংখ্যালঘুদের সংগঠনের নেতা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন বা আছেন– এমন কাউকে মনোনয়ন না দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেয়া হলে ঐ এলাকায় তারা ভোট বর্জন করবেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত মহাসমাবেশে এই বক্তব্য উঠে আসে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ২১টি সংগঠনকে নিয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এই মহাসমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে একাদশ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। সমাবেশে ঘোষণা করা হয়েছে, যে রাজনৈতিক দল বা জোট সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেবে, সে দলের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, রাষ্ট্রের প্রতি অনাস্থার কারণে অনেক সংখ্যালঘু দেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, এটি দুঃখজনক।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশ

কিছুদিন পরপর সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে, এটি পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ফিরে এসেছে, সর্ব শক্তি দিয়ে এটি প্রতিহত করতে হবে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেন, যারা ক্ষমতায় আছেন, মুক্তিযুদ্ধের অনেক চেতনা বাস্তবায়ন করতে তাঁদের বেগ পেতে হচ্ছে। তাঁরা বলেছেন, কৌশলের কারণে অন্য রকম নীতি নিতে হচ্ছে। কৌশলের কারণে মানুষ অন্য পথে হাঁটা দেয় না। কৌশলের কারণে মানুষ নীতি বিসর্জন দেয় না। নীতি বিসর্জন দিলে সেটি আত্মবিসর্জন। সেটিকে বলে পিছু হটা, আপসকামিতা।

সুলতানা কামাল বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক নির্দেশের পরও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন কেন হয় না? কাদের দুর্বলতায় এসব নির্দেশ কার্যকর হয় না? এই দুর্বল জায়গা খুঁজে বের করে তাদের পরিত্যাগ করেন। তাহলেই সত্যিকার অর্থে অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র মানুষকে পৌঁছে দিতে পারবেন।

বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে বারবার সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে বলে মন্তব্য করেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে রায়, উখিয়া, গাইবান্ধা ও নাসিরনগরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হয়েছে। তার প্রশ্ন, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারী, পুলিশ কেন সংখ্যালঘু নির্যাতনে অংশ নেবে?

পৃষ্ঠা ২

হাতে হাত রেখে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রত্যয় ঘোষণা ছবি : পরিষদ বার্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ২৮ সেপ্টেম্বর সকালে শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে এক বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, সাংবাদিক স্বপন কুমার সাহা, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মুকুল বোস, জয়ন্ত সেন দীপু, পংকজ নাথ এমপি, আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, ডি. এন. চ্যাটার্জী, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, নারায়ণ সাহা মনি প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

সংসদ নির্বাচন নিয়ে সংখ্যালঘুরা শঙ্কিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, কারও জন্য নির্বাচন উৎসব, কারও জন্য আতঙ্ক– এটি মেনে নেওয়া যায় না। সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচার করার ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে হবে।

একাদশ জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত। এতে তিনি বলেন, নির্বাচন এখন আর সংখ্যালঘুদের জন্য উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে না, আসে বিপর্যয় ও হাহাকার নিয়ে। নির্বাচনের আগেও পরে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা আক্ষরিক অর্থে নির্বাচন কমিশনকেই নিশ্চিত করতে হবে।

পরিষদের পাঁচ দফায় বলা হয়, সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন বা আছেন– এমন কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হলে সংখ্যালঘুরা ভোট বর্জন করবে। সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে রাজনৈতিক দলে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যাতে নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে, তার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নিম চন্দ্র ভৌমিক। সাংসদ উষাতন তালুকদারের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক জিনবোধি ভিক্ষু ও নির্মল রোজারিও, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং।

মহাসমাবেশ উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মিছিল আসা শুরু হয় সকাল থেকে। দুপুর ১টার মধ্যেই জনসমুদ্রে পরিণত হয় গোটা এলাকা। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। দুটোর পরেই মুক্তিযুদ্ধের গান শুরু হয় মঞ্চে। সারাদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার এই মহাসমাবেশে যোগ দেন।

চট্টগ্রামে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

গত ১৩ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় আসকার দীঘির পশ্চিম পাড়ে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি পরিবারের মধ্যে বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর অগ্নিকান্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে আসকার দীঘির পড়ে লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেবাশ্রম এর ম্যানেজার অরুন ভট্টাচার্য্য-এর মৃত্যুতে উপস্থিত বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট পৃষ্ঠা ৬

শোক সংবাদ

মনোরঞ্জন সরকার

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মনোরঞ্জন সরকার গত ২৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, দুপুর ১২টায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা, জামাতা সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। একই দিন রাত ৮.০০টা হতে ১২.০০টার মধ্যে তক্তিপুর মহা-শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সভাপতির মৃত্যুতে ঐক্য পারিষদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের বর্ধিত সভা

সাম্প্রদায়িক শক্তিকে যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করার আহ্বান

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের বর্ধিত সভায় সারাদেশে উৎসবের আঙ্গিকে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপন ও ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সভায় এবার দেশে পূজোর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে বলা হয়, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এই চেতনার বিকাশের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, মুক্তিযুদ্ধের মূল ধারা আরও শক্তিশালী হবে।

সংগঠনের সভাপতি মিলন কান্তি দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক ড. মোঃ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার) ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার)। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সাংবাদিক স্বপন কুমার সাহা, কাজল দেবনাথ, জয়ন্ত সেন দীপু, ডি. এন. চ্যাটার্জী, প্রিয় রঞ্জন দত্ত, কনক কান্তি দাস, সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, উপ-পুলিশ কমিশনার প্রলয় কুমার জোয়াদ্দার, শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার, অ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, সুব্রত পাল, শ্যামল কুমার পালিত, শুভাশীষ বিশ্বাস সাধন, বিপ্লব দে সহ বিভিন্ন জেলা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলার নেতৃবৃন্দ।

সভায় বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ এলাকার পরিস্থিতি, পূজোর প্রস্তুতি এবং নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। নেতৃবৃন্দ বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন, তবে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে অতীতের নির্বাচনকালীন বিরূপ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে সে বিষয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে শারদীয় দূর্গোৎসবের প্রতিমাসহ বিভিন্ন মন্দিরে হামলার ঘটনা উল্লেখ করেন। তারা বলেন, এতে উদ্বেগ ও শঙ্কা বাড়ছে, কারণ সামনে নির্বাচন। প্রতিটি নির্বাচনের আগে পড়ে হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রাথমিক হিসাব মতে সারা দেশে এবার প্রায় ৩০,০০০ এর অধিক পূজোর আয়োজন করা হচ্ছে। বক্তারা এটিকে ইতিবাচক দিক হিসেবে তুলে ধরেন। সভার বক্তাগণ আসন্ন পুজোর আয়োজনে সরকারের সর্বাত্মক সহায়তা সত্ত্বেও দেশের কয়েকটি স্থানে প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনায় সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি শতবছরের লালিত ঐতিহ্য অসম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে আগামি ১৫ অক্টোবর থেকে অনুষ্ঠিতব্য সারাদেশের সনাতন ধর্মালম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসব জাতীয় উৎসবের আমেজে যাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেজন্য সকল ধরনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। সভায় শারদীয় দুর্গোপূজোয় ৩(তিন) দিনের সরকারি ছুটি, প্রতিটি পূজা মণ্ডপে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা, পূজোর সময় গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনগুলোতে জাতীয় উৎসবের আঙ্গিকে আলোকসজ্জা ও সড়ক সজ্জার দাবি জানানো হয়। সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যেক জেলা কমিটি ও মহানগর কমিটিকে শারদীয় দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত দির্দেশনা প্রদান করা হয়। নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে, প্রতিমা তৈরী থেকে পূজা সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিটি পূজা মন্ডপে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পূজা মণ্ডপে নারী ও পুরুষের পৃথক আগমন এবং নির্গমন পথ রাখা, পরিচয় কার্ডধারী নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে ২৪ ঘন্টা তদারকি/পাহারার ব্যবস্থা রাখা, আতসবাজি ও পটকা না ফোটানো, বিজয়া দশমীর দিনে রাত ১০ টার মধ্যে বিসর্জন সম্পন্ন করা, পূজা মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর (জেনারেটরসহ) ব্যবস্থা এবং অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখা, ভক্তিমূলক সংগীত ব্যতীত অন্য সংগীত বাজানো থেকে বিরত থাকা, পূজা মণ্ডপে সিসিটিভি সংযোগের ব্যবস্থা ও ফুটেজ সংরক্ষণ করা, পূজোকালিন সময়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মন্দির কেন্দ্রিক শৃংখলা রক্ষা কমিটি গঠন করা, পূজোকালিন সময়ে দায়িত্ব পালনরত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতা করা, প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা এবং সংশ্লিষ্টদের মোবাইল নম্বর উৎসব প্রাঙ্গণে দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে রাখা, অনাকাঙ্খিত যে কোন দুর্ঘটনার সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির মনিটরিং সেলে জানানো এবং জরুরী প্রয়োজনে ৯৯৯ নম্বরে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা।

আসকার দীঘির পাড়ে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছেন বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দ ছবি : পরিষদ বার্তা

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে বর্তমান আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে মুল্য বকেয়া না থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা **parishadbarta@gmail.com**-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবরটি বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

মহাসমাবেশে বিশিষ্টজনদের বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ

সংখ্যালঘুদের প্রত্যাশা রাষ্ট্র পূরণ করতে পারছে না : ড. আনিসুজ্জামান

মহাসমাবেশে বক্তৃতা করার অভ্যাস আমার নেই। তাই হয়ত আমার কথা আপনাদের কাছে ক্ষীণ বলে মনে হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে যে বাংলাদেশ আমরা অর্জন করেছিলাম, সেই দেশে সব ধর্ম-বর্ণের নারী-পুরুষের সমান অধিকার পাওয়ার কথা। আমরা যখন যাত্রা করেছিলাম, তখন মনে করেছিলাম যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তিত হলে অমুসলিমরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয় এবং এদের সাথে আদিবাসীরাও যোগ হয়েছে। আমরা দেখছি কিছুদিন পরপর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর আক্রান্ত হচ্ছে, বাদ যাচ্ছে না তাদের উপাসনালয়ও। দৈহিকভাবেও তাদের ওপর আক্রমণ করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতিবেশী তেমন কেউ এগিয়ে আসছে না। রাজনৈতিক নেতারাও তাদের উদ্ধারে এগিয়ে এসেছেন কমই। প্রশাসনও কার্যত তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের অনেকে নির্যাতিত হয়ে এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনাস্থার কারণে দেশত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, কিছুদিন পরপর দেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের যে ঘটনা ঘটছে, তা যেন পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি এবং বলতে দ্বিধা নেই, রাষ্ট্রের কাছে সংখ্যালঘুদের যে প্রত্যাশা, রাষ্ট্র তা পূরণ করতে পারছে না। সংসদে সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ থাকতে হবে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ফিরে এসেছে। আমাদের কর্তব্য হবে সর্বশক্তি দিয়ে এটি প্রতিহত করা।

বাংলাদেশ সব মানুষের দেশ হোক : সুলতানা কামাল

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ২১টি সংগঠনকে নিয়ে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আজ এই মহাসমাবেশ ডেকেছে। তাঁরা বলছেন এটি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সমাবেশ। মুক্তিযুদ্ধের ৪৭ বৎসর পর কোন বাস্তবতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন এই সমাবেশ ডেকেছেন তা আমাদের সবাইকে গভীরভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। আমাদের মধ্যে ধর্মে-বর্ণে-লিঙ্গে ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সবাই সমান। কেবলমাত্র একটি ভূখণ্ডের জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিনি। আজ যারা রাষ্ট্র পরিচালনায় আছেন, তারা বলেন কৌশলের কারণে কিছু কিছু পদক্ষেপ তাদের নিতে হচ্ছে। কিন্তু কৌশলের কথা বলে মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে পথ চলা আমরা মানি না। এমনটি চলতে থাকলে বার বার অঙ্গুলি নির্দেশ করে জানাব আপনারা তা করতে পারেন না, কৌশলের জন্য নীতি বিসর্জন দেয়া যায় না।

সংখ্যালঘু সুরক্ষা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। বর্তমান সরকারের একজন শীর্ষ নেতা সেদিন বলেছেন 'আমাদের থেকে ভাল শাসক আর পাবেন না।' ধিক তাদের যারা এমন কথা বলেন। এই উক্তির জন্য তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তরিক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ কেন বাস্তবায়িত হয় না? অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না, তাঁকেই খুঁজে বের করতে হবে দুর্বল জায়গাটা কোথায় এবং সেই দুর্বল জায়গাটা পরিত্যাগ করতে হবে। ইতিহাস বড় নির্মম। ইতিহাসে এইসব আমলা-মন্ত্রী কারও কথাই বলা হবে না। ইতিহাস বলবে 'সংখ্যালঘুরা বিপন্ন অবস্থায় ছিল, হাসিনার আমলে'। বঙ্গবন্ধু কন্যার কাছ হতে আমরা এটা প্রত্যাশা করি না।

ঐক্য পরিষদের ৫ ও ৭ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাই–বাংলাদেশ সব মানুষের দেশ হোক, দেশ হবে।

আমরা কি ১৯৪৭ এর পথে হাঁটব? পঙ্কজ ভট্টাচার্য

পিছিয়ে পড়া মানুষ এবং অত্যাচারিতের পক্ষে কথা বলা আজ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আজকের এই সমাবেশ মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে বাঁচানোর সমাবেশ। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর আমরা কি ১৯৪৭-র পথে হাঁটব? ধর্মকে বর্ম বানিয়ে পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। আজ আবার সেই সাম্প্রদায়িক শক্তি একই পথে নিয়ে যাবে বাংলাদেশকে এটা হতে পারে না। কেন মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ পিছু হাঁটবে? যে সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছে সেই সরকার মৌলবাদী শক্তির সাথে আপোস করতে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ সংখ্যালঘুশূন্য হবে কোন যুক্তিতে। শাহাবুদ্দীন কমিশনের রিপোর্টের কেন বিচার হলো না। রামু, নাসিরনগর, সাঁথিয়া, গাইবান্ধায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হয়েছে। জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারী, পুলিশ কেন সংখ্যালঘু নির্যাতনে অংশ নেবে? পাহাড়ে এবং সমতলে সংখ্যালঘু নির্যাতন মেনে নেব না। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন কেন বাস্তবায়িত হয় না। এই সমাবেশ হতে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই।

রাজাকারমুক্ত জাতীয় সংসদ চাই। অসাম্প্রদায়িক জাতীয় সংসদ চাই। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ৫ দফা এবং ৭ দফা মেনে নিন।

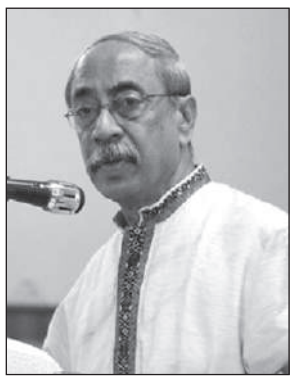

বঙ্গবন্ধুর নৌকায় কোনো জামাতকে উঠতে দেব না : শাহরিয়ার কবির

নির্বাচনের মাত্র ৩ মাস বাকি। আমরা কি চাই তা সকল রাজনৈতিক দলকে পরিষ্কার করে যেমন বলব প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেও নির্বাচনের আগেই তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে স্পষ্ট করে বলতে হবে সংখ্যালঘুদের তারা কি দেবে নির্বাচনে জয়ী হলে।

প্রতিটি নির্বাচনের সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন নেমে আসে। এটা আর হতে দেয়া যায় না। ২০০১ সালের নির্যাতনের কথা জাতি ভুলে নাই। পূর্ণিমাসহ অসংখ্য মা-বোনের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশে শাহাবুদ্দীন কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হলো। কিন্তু তা আলোর মুখ দেখল না। আওয়ামী লীগ সরকার তা প্রকাশ করল না। বিচারও হলো না। ২০১৪ সালে বিএনপি-জামাত নির্বাচন বর্জন করল। কিন্তু হিন্দুরা কেন ভোটকেন্দ্রে গেল, কেন ভোট দিল এই কথা বলে তাদের ওপর আবারও নির্যাতন করা হলো। এরও কোনো বিচার হয়নি। এটি আর হতে দেয়া যাবে না।

এবার আমরা ৯২টি এলাকা চিহ্নিত করেছি যেখানে সংখ্যালঘু ১২ থেকে ৪৮ শতাংশ। এইসব জায়গায় সংখ্যালঘুরাই ভোটের ফলাফলে নিয়ামক শক্তি। এসব এলাকায় এবার আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নেব। শুধু আমরাই নই, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও নয়–মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যারা বিশ্বাসী, ৭২-র সংবিধানে যারা বিশ্বাসী সবাই মিলে এবার তা প্রতিরোধ করতে হবে। সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে। ২০০১ সালে আমরা নীরব ভূমিকা পালন করেছিলাম। ২০১৪ সালেও আমরা মায়াকান্না কেঁদেছি। আর নয়, নির্বাচন কারও জন্য উৎসব কারও জন্য নির্যাতন তা মেনে নেয়া হবে না– এই অঙ্গীকার করতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে।

পাকিস্তানের মতামতকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিনি। বঙ্গবন্ধুর নৌকায় কোনো জামাতকে উঠতে দেব না। এটা আমাদের অঙ্গীকার। ৭২-র সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধই হতে হবে সবকিছুর উৎস। এর কোনো ব্যত্যয় আমরা বরদাস্ত করব না।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের নতুন হাতিয়ার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইউ-টিউবসহ সকল সাম্প্রদায়িক প্রচারণা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি হতে জাতিকে বেরিয়ে আসতে হবে। ধর্মের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। নির্বাচনে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে, করলে শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে। সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়সহ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পাঁচ এবং সাত দফা দাবির প্রতি আমরা পূর্ণ সমর্থন জানাই।

কোটালিপাড়ায় প্রভাবশালীরা দেওয়াল তোলায় অবরুদ্ধ আট পরিবার

ভুক্তভোগীরা বলছেন, বাড়িঘর দখলের পাঁয়তারা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় প্রভাবশালীর তোলা দেয়ালে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে আটটি পরিবার। প্রতিদিন মই দিয়ে এই পরিবারগুলোর সদস্যদের দেয়াল টপকে আসা-যাওয়া করতে হয়। উপজেলার নয়াকান্দি গ্রামের এই পরিবারগুলোর অভিযোগ, পাশের করফা গ্রামের নূর ইসলাম শেখ দুই মাস আগে পাচিল তুলে তাদের অবরুদ্ধ করে নামমাত্র দামে বাড়িঘর বেচার জন্য চাপ দিচ্ছেন। ভুক্তভোগীরা হচ্ছে বিধবা চিপমনি বিশ্বাস, আরতি বিশ্বাস, সুবোধ সমাদ্দার, সুখরঞ্জন জয়ধর, খগেন বিশ্বাস, শান্তি জয়ধর, আক্কাস শেখ ও শাজাহান ব্যাপারীর পরিবার।

শাজাহান বলেন, আমাদের বাড়িঘর পানির দামে কিনে নিতেই এই দুর্ভোগের ফাঁদ পেতেছেন নূর ইসলাম। এসব পরিবারের স্কুলগামী শিক্ষার্থীসহ সবাইকে মই দিয়ে দেয়াল টপকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এ নিয়ে প্রতিবাদ করলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে তাদের অভিযোগ। এছাড়া মামলার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারছেন না বলেও অভিযোগ। আলোমতি বিশ্বাস নামে এক বিধবাসহ অনেকে অভিযোগ করেছেন, স্থানীয় তরুর বাজারের অনেক দোকানপাটও নূর ইসলাম শেখ দখল করে নিয়েছেন।

আলোমতি বলেন, তরুর বাজারে আমাদের একটি দোকান ঘর ছিল। এই দোকানে আমার ছেলে মুদি ব্যবসা করত; যা আয় হত তা দিয়ে আমাদের সংসার চলত। ঘরটি নূরুল ইসলাম শেখ ভেঙ্গে দিয়ে জায়গা দখলে নিয়েছেন। ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমাদের খেয়ে-না খেয়ে দিন কাটে।

এলাকাবাসী তাদের চলাচলের পথ অবমুক্ত করার পাশাপাশি নূর ইসলাম শেখের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। এলাকায় না থাকায় নূর ইসলামের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তার মোবাইল ফোনও বন্ধ রয়েছে। তবে তার ভাই ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য রফিকুল ইসলাম শেখ বলেন, তারা মই বেয়ে পাচিল পার হচ্ছেন। এতে আমরা বাধা দিচ্ছি না। পায়ে হাঁটা পথ আমাদের জায়গার মধ্যে পড়েছে। তাই বন্ধ করে দিয়েছি। অন্যের জায়গা দখল সম্পর্কে তিনি বলেন, আমার ভাই নূর ইসলাম শেখের বিরুদ্ধে আনা জমি দখলের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা কারও জমি দখল করিনি। জমি ও দোকান ঘরের জায়গা আমার ভাই ক্রয় করেছে। তিনি তার জায়গায় পাচিল তুলেছেন।

কান্দি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান উত্তম কুমার বাড়ৈ এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন। কোটালীপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এসএম মাহফুজুর রহমান বলেন, জনসাধারণের চলাচলের পথ বন্ধ করার কোনো বিধান নেই। তাদের চলাচলের পথ অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে। বিষয়টি আমি অবগত হয়ে প্রয়োজনে জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

৫ দফা দাবিতে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশের ঘোষণা

প্রিয় দেশবাসী,

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর ইতোমধ্যে ৪৭ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এতো সুদীর্ঘকাল পরেও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ আজও যেন সোনার হরিণ। '৭২-র গণতান্ত্রিক সংবিধানের বিসর্জিত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে আবার ফিরে এলেও তা আজও ৭৫-উত্তর সাম্প্রদায়িকতার ঘেরাটোপে বন্দী।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে 'বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার' নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও তা আজো সোনার পাথর বাটি। দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনে তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। অপমান, লাঞ্ছনা, নিরাপত্তাহীনতা, মর্যাদাহানিসহ মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা আজও সংখ্যালঘু জনজীবনকে আতঙ্কিত করে তুলছে। বারংবার সংখ্যালঘু-আদিবাসী সম্প্রদায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হচ্ছে, যার কোনো যথাযথ বিচার আজো হয়নি। একদিকে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। অন্যদিকে দুঃখজনক হলেও সত্য, রাষ্ট্র ও রাজনীতি এর কাছে ক্রমশঃই নতি স্বীকার করছে। ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে রাষ্ট্রীয়ভাবে মহৎ উদ্যোগ নেয়া হলেও সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী অপশক্তির সাথে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিসমূহের কখনওবা মেলবন্ধন কখনওবা আপোষকামিতা রাষ্ট্র ও সমাজের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদিতাকে সুগভীরভাবে শুধু প্রোথিতই করেনি বা করছে না বরং পাকিস্তানি মনন ও মানসিকতায় প্রশাসন ও রাজনীতির বিশাল একাংশ আজো তাতে আচ্ছন্ন রয়েছে। স্বাধীনতার ইশতেহারের সাম্য, সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি এখনো যোজন দূরে দাঁড়িয়ে। পাকিস্তানি আমলের মতো সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার আজো অবসান ঘটেনি। এর বিষময় ফল ইতোমধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছি। অথচ ধর্ম-বর্ণ-আদিবাসীসহ সকল নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণের ওপরেই যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল তা রাষ্ট্র ও রাজনীতির কর্ণধাররা আজও বুঝতে অক্ষম বলে মনে হয়।

প্রিয় দেশবাসী,

১৯৯৭ সালে পাবর্ত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলেও এখনো তার কার্যকর বাস্তবায়ন ঘটেনি, পাবর্ত্য ভূমিবিরোধের অবসান হয়নি। হতাশা ও আস্থাহীনতায় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ধুঁকছে। সুদীর্ঘ ছ'দশকের দুর্ভোগ নিরসনে ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পার্লামেন্টে গৃহীত হলেও এপর্যন্ত ভুক্তভোগীদের কারো কাছে তাদের মালিকানাধীন সম্পত্তি প্রত্যর্পিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সাথে জড়িতদের চিহ্নিতকরণে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনায় গঠিত শাহাবুদ্দিন কমিশনের রিপোর্ট ২০১২ সালে সরকারের কাছে দেয়া হলেও আজো তা আলোর মুখ দেখেনি। দায়মুক্তির সংস্কৃতি অদ্যাবধি অব্যাহত থাকায় সন্ত্রাসীরা সোৎসাহে সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ, জমি-জমা দখল, নারী নির্যাতন, উপাসনালয় ধ্বংসের মহোৎসব চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয় দেশবাসী,

বিগত এক দশকে দেশের নানান স্থানে স্বাধীনতাবিরোধীদের ঘৃণ্য কর্মকান্ডে মুক্তিযুদ্ধের কথিত চেতনাবাহী একশ্রেণির জনপ্রতিনিধি ও তাদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে থাকা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অবস্থান গোটা দেশ ও জাতি অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে। তবে, এ কথা ঠিক মেধা ও যোগ্যতার বিবেচনায় প্রশাসনে, রাজনীতিতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশীদারীত্বে-প্রতিনিধিত্বে খানিকটা অগ্রগতি ঘটলেও তা আশানুরূপ নয়। ধর্মীয় বঞ্চনা-বৈষম্যের আজো অবসান ঘটেনি। বাংলাদেশ উন্নয়নের সোপানে উঠলেও সংখ্যালঘু-আদিবাসীদের দেশত্যাগের ধারার আজো অবসান হয়নি। রাষ্ট্র ও রাজনীতির এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামি দু'তিন দশকে বাংলাদেশ কার্যত সংখ্যালঘুশূন্য হয়ে পড়বে।

প্রিয় দেশবাসী,

এমনি এক পরিস্থিতিতে আগামি একাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা চাই রাজাকার, স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত পার্লামেন্ট যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে নিপীড়কের ভূমিকা পালন করবেন না, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদিতাকে লালন বা আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবেন না, গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গে কার্পণ্য করবেন না, রাজনীতিকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করবেন না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা অব্যাহত রাখার সংগ্রামে আমরা অতীতেও ছিলাম, আছি ও থাকবো কিন্তু তা-ই বলে প্রায় তিন কোটি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অধিকারকে আর বিকিয়ে দিয়ে নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, বৃটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকে অদ্যাবধি গণতন্ত্র, অগ্রগতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্যে এত আত্মত্যাগ সত্ত্বেও রাষ্ট্র ও রাজনীতি একে আজ পর্যন্ত যথাযথ বিবেচনায় আনার প্রয়োজন মনে করেনি। কেউ আপদ, কেউবা বিপদ ভেবে তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে দ্বিধা করেনি। জনগণনার দিক থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায় 'সংখ্যালঘু' কিন্তু রাষ্ট্র ও রাজনীতি সমঅধিকার ও সমমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে তাদের দেখতে চায়নি, দেখতে চেয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে। আমরা আজও দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, পাকিস্তানি আমলের মতো 'রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘু' হিসেবে বেঁচে থাকার জন্যে আমরা '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করিনি, সীমাহীন আত্মত্যাগ করিনি, নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার শিকার হইনি। জাতীয় সংহতি তথা জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার তাগিদে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থে আমাদের এ অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন আজ বড় বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দ্বিধাহীন চিত্তে আজকের এ মহাসমাবেশ থেকে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, দেশের ১২% (বারো শতাংশ) ভোটারকে উপেক্ষা করে, পাশ কাটিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল ও জোটের যেমনি ক্ষমতায়ন সম্ভব নয় তেমনি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের বিনির্মাণও অসম্ভব। কেননা, ভোটের রাজনীতিতে এরা-ই হলো নিয়ামক শক্তি।

প্রিয় দেশবাসী,

এই ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মহাসমাবেশ থেকে ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় 'প্রাণের দাবি' হিসেবে ৭-দফা গৃহীত হয়, যার মধ্যে ছিল– ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ।

প্রিয় দেশবাসী,

আজকের এ সমাবেশ থেকে ঘোষণা করতে চাই–

আসুন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যে রাজনৈতিক দল বা জোটের নির্বাচনী ইশতেহারে এই ৭-দফা দাবি পূরণের অঙ্গীকার থাকবে সে দল বা জোটের প্রতি এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পূর্ণ সমর্থন থাকবে। আজকের এ মহাসমাবেশ থেকে আমরা সকল রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে সুস্পষ্টভাবে জানাতে চাই, এমন কাউকে আপনারা আগামি সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না যারা ইতোপূর্বে জনপ্রতিনিধি হয়ে ও থেকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী কোনোরূপ কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে লিপ্ত ছিলেন বা আছেন। '৯০ থেকে এ পর্যন্ত সময়কালের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কথা আমরা ভুলিনি। আজকের এ মহাসমাবেশ থেকে ঘোষণা করতে চাই, এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী করা হলে আমরা তাদের ভোট দেবো না। যদি কোনো নির্বাচনী এলাকায় কাউকে ভোট দেয়া সম্ভব না হয় তবে সেই নির্বাচনী এলাকায় প্রয়োজনে ভোট বর্জন করতে সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাধ্য হবে। এ পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকল রাজনৈতিক দল ও জোটকে বহন করতে হবে।

এদেশের নাগরিক হিসেবে জীবন ও জীবিকার সকল ক্ষেত্রে আজকের এ মহাসমাবেশ থেকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ন্যায্য হিস্যা চাই। ইতোপূর্বে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গৃহীত ৭-দফায় যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে ১৯৭০ সালের জনসংখ্যা অনুযায়ী সংসদে ৬০টি আসন সংরক্ষণের দাবি আমরা রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের কাছে উপস্থাপন করেছি। তবে বিদ্যমান বাস্তবতায় আগামি সংসদে সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব যাতে নিশ্চিত হয় তজ্জন্যে গণতান্ত্রিক সকল রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে আজকের এ মহাসমাবেশ থেকে জোর দাবি জানাই।

আমাদের স্মরণে আছে, ৯০-পরবর্তী নানান নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িক সহিংস পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। রাজনৈতিক বক্তব্য, বিবৃতি ছাড়াও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট গণমাধ্যমকে এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। আজকের এ মহাসমাবেশ থেকে বলতে চাই, এ ধরনের অগণতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক আচরণ ও কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও জোটকে দিতে হবে।

আজকের এ মহাসমাবেশ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের দাবি– আগামি সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা আক্ষরিক অর্থে সুনিশ্চিত করতে হবে। যদি তা করা না হয় তবে সংখ্যালঘু-আদিবাসীরা ভোটকেন্দ্রে যাবে কিনা তা' তারা ভেবে দেখতে বাধ্য হবে। এছাড়া নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মসজিদ-মন্দির-প্যাগোডা-গীর্জাসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কেউ নির্বাচনকালে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কোনো বক্তব্য, বিবৃতি প্রদান করলে বা শ্লোগান দিলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকেই তার দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণসহ প্রার্থীর প্রার্থিতা সরাসরি বাতিল করতে হবে।

আজকের এ মহাসমাবেশ থেকে বলতে চাই, বিদ্যমান রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতিতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী আক্ষরিক অর্থে যে পৃষ্ঠা ৬

৫ দফা দাবি

১) কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট আগামি সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী কোনো প্রকার কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন বা আছেন। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে।

২) যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।

৩) আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে।

(৪) নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডাসহ ধর্মীয় সকল উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমুহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনোরূপ প্রচার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলসহ অন্যূন তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে এবং

৫) নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

থেমে গেছে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন

শেষ পৃষ্ঠার পর

সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে গেজেটভুক্ত করার কোন প্রকার পদক্ষেপ নেয়া না হয়।

২। সরকার অন্য কোন কার্যভার ব্যতিরেকে প্রতিটি জেলায় একটি করে কেবলমাত্র ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ১৬ এর ১০ ধারায় দায়েরকৃত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তিকল্পে exclusive পৃথক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করতে পারে। প্রয়োজনে যে সকল জেলায় বিপুল সংখ্যক আবেদন শুনানির জন্য অপেক্ষায় আছে সেই সকল জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা যেতে পারে।

৩। ২০০১ সালের ১৬ নং আইন অনুযায়ী যে সকল ট্রাইব্যুনাল ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে তাঁদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন কঠোরভাবে আইনে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যেই দায়েরকৃত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তিতে সচেষ্ট হন।

৪। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের ১০(১) ধারার অধীনে আবেদন দায়েরের ক্ষেত্রে তামাদি আইন (Limitation Act) প্রযোজ্য হবে।

৫। আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় এবং যে সকল ক্ষেত্রে সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করা হয়নি সেসব ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। সরকার যেহেতু এই আইন প্রণয়ন করে মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীদেরকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুতরাং রিট বা অন্য কোন আবেদনের অজুহাতে ট্রাইব্যুনালের ডিক্রি কার্যকর করতে কোন রকম বিলম্ব না করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

৬। যেহেতু আইনে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিশেষ আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা হয়েছে, সেহেতু প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশেষ আপিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করতে হবে।

৭। সরকারের কাছে থাকা যেসব অর্পিত সম্পত্তির কোন আইনগত দাবিদার নেই, সেগুলো সরকার কেবলমাত্র মানব উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারবে।

৮। সরকারের অনুকুলে থাকা যেসব সম্পত্তিতে ইতিমধ্যেই দেশের উন্নয়নের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ওই সম্পত্তির মূল বা আইনগত মালিকের নামে করার জন্য সরকার আইন প্রণয়নে পদক্ষেপ নিতে পারে।

৯। আইনের ৬ ধারা অনুসারে যেসব সম্পত্তি ইতোমধ্যেই অফেরতযোগ্য হয়েছে, সেগুলোর আইনগত দাবিদারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে।

এই ৯টি নির্দেশনার কোনটিতে সরকার সংক্ষুব্ধ বা সরকারের বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকতে পারে, যে কারণে আপিল করা হলো, তা আমরা বুঝতে অপারগ। আসলে প্রত্যর্পণ ঠেকাতেই কূটচালে এই আপিল এবং প্রত্যর্পণের সকল কার্যক্রম কার্যত বন্ধ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সদিচ্ছার বাস্তবায়নকে রুখতে মন্ত্রী আমলারা একটির পর একটি যে কূটচাল দিয়েছেন তার কিছু নমুনা নিম্নে দেয়া হলো।

বিগত ১৩-১১-২০১৫ তারিখে মাননীয় আইনমন্ত্রী তাঁর মতামতে আইনানুযায়ী আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়নের নির্দেশনা না দিয়ে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে সরকার পক্ষে রিট আবেদন দায়ের করার মতামত জানিয়ে বিষয়টি রিট শাখায় প্রেরণসহ সকল জেলা প্রশাসককে অবহিত করার নির্দেশ দেন। একই বিষয়ে মাননীয় আইনমন্ত্রী ১৯-১-২০১৬ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোকে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন 'এটি আইন মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশনা নয়। সলিসিটারের কার্যালয় হতে পাঠানো বিষয়ের প্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রীর দেয়া অনুশাসন মাত্র।' একই সাথে আরও বলেছিলেন–'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে ট্রাইব্যুনালের রায়ই চূড়ান্ত। তাই এ ক্ষেত্রে সিভিল রিভিশন করার সুযোগ নেই। তবে সংক্ষুব্ধ হলে রিট করতেই পারে।' আইনমন্ত্রীর এই স্ব-বিরোধী অবস্থান ও মতামত এবং নির্দেশনার কারণেই জেলা প্রশাসকেরা আইনের সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে এতদিন ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়ন না করে হাইকোর্টে রিট দায়েরের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর অনুবিভাগে প্রস্তাবনা পেশ করে আসছিলেন। আইনমন্ত্রীর এই অনুশাসন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বাস্তবায়ন কার্যক্রম ঠেকিয়ে রেখেছিল সাড়ে তিন বছর।

হাইকোর্টের রায় প্রকাশের দু'দিন পর, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটার অনুবিভাগ হতে জারীকৃত পরিপত্র নং মিস–০৯/২০১৮ সেল–২–২৫৭ তারিখ ৩/৪/২০১৮ এর মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশনা দেওয়া হয় যে– অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর ২২(৩) ধারার বিধান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্মারকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়নের উপযুক্ত নির্দেশনা থাকার পরও জেলা প্রশাসকগণ প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়েরের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করছে। পরিপত্রে আরও বলা হয়–আইনের সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে হাইকোর্টে রিট দায়েরের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করায় আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এমতাবস্থায়, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিকার চাওয়ার সুযোগ না থাকায়, হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়েরের জন্য সলিসিটর অনুবিভাগে কোন প্রস্তাব প্রেরণ না করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন জেলা প্রশাসককে পরিপত্রের অনুলিপি দেখিয়ে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়নের অনুরোধ জানালে ভুক্তভোগীদের জানানো হয়– মন্ত্রণালয় হতে তাদের কাছে এই নির্দেশের অনুলিপি প্রেরণ না করা পর্যন্ত তারা কোনো ব্যবস্থা নিতে অপারগ। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য এবং সবাইকে অবাক করে মন্ত্রী পরিষদ সচিবের কার্যালয় হতে ২৫ এপ্রিল ২০১৮ স্মারক নম্বর ০৪-০০-০০০০-৫১১.০২৭.১৩৫.১৭.২০৭ এর মাধ্যমে ভূমি সচিবকে বলা হয়– 'বিষয়টির আইনি দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো'। প্রশ্ন হলো– আইন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র বা নির্দেশনা কি আইনগত বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই জারি করা হয়ে থাকে? মন্ত্রী পরিষদ সচিবের প্রাতিষ্ঠানিক বিবেচনা কি একথাই বলে যে আইন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের আইনগত দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন ভূমি সচিব?

২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের শেষভাগে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনটি সংসদে পাস হয়। কিন্তু আমলাদের কুটচালে এবং কারসাজিতে আইনে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল যে সম্পত্তি ফেরত পেতে প্রার্থীকে অবশ্যই অব্যাহতভাবে বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে। অর্থাৎ প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে যে, ১৯৬৫ সাল হতে তিনি অব্যাহতভাবে বাংলাদেশে ছিলেন। একটি শব্দ বাদ এবং একটি শব্দ যোগ অর্থাৎ 'অব্যাহত' শব্দটি বাদ এবং তৎকালীন হিন্দু পরিবারগুলো যৌথ পরিবার ছিল বিধায় মালিকের সংজ্ঞায় 'সহ-অংশীদার' শব্দটি যোগ দেবার দাবি জানানো হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট।

দশ বছর পর ২০১১ এবং ২০১২ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই আইনে কয়েকটি সংশোধনী আনা হয়। প্রধানমন্ত্রীকে আবারও বোঝানোর চেষ্টা হলো 'অব্যাহত' শব্দটি বাদ দিলে ভারত হতে হিন্দুরা দলে দলে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে সম্পত্তি ফেরত পেতে। আমলা-মন্ত্রীদের এই অবাস্তব সংশয় উপেক্ষা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অব্যাহত শব্দটি বাদ এবং সহঅংশীদার শব্দ যোগ করলেও তাদের কুপরামর্শ অব্যাহত থাকে। জোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভুক্তভোগীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো 'ক' এবং 'খ' দুটি তালিকা। অর্থাৎ যেসব সম্পত্তি সরকার দখলে নিয়েছে এবং লিজ দিচ্ছে তা হবে 'ক' তালিকাভুক্ত এবং যেসব সম্পত্তিতে সরকারের দখল নেই শুধুমাত্র তহশিলদার ও এসি ল্যান্ডের কুটচাল এবং ঘুষ বাণিজ্যে পেন্সিলে/কলমে খাতার পাশে লেখা হয়েছে অর্পিত বা ভিপি তা হবে 'খ' তালিকাভুক্ত। সরকারি হিসেবে 'ক' তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ১,৯২,৬২৮ একর এবং 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি ৬,৭৪,৭৯৮ একর। ২০০১ সালের আইনে কেবলমাত্র সরকারের দখলে থাকা সম্পত্তির একটি গেজেট প্রকাশ করার কথা ছিল। অর্থাৎ 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে সরকার সেসময় বিবেচনায় নেয়নি। আমলাদের কুটচালে নতুন করে ৬,৭৪,৭৯৮ একর সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হলো। 'ক' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্ত হবে আদালতের মাধ্যমে এবং 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি স্থানীয় রাজনৈতিক কমিটির মাধ্যমে অথবা প্রার্থী চাইলে আদালতের মাধ্যমে। আমলা-মন্ত্রীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বোঝালেন আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতায়। হিন্দু সম্পত্তির সব খবর তারাই সবচেয়ে ভাল জানেন অর্থাৎ কে দেশে আছে আর কে দেশত্যাগ করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার শুরু হলো নতুন করে ভোগান্তি এবং রাজনৈতিক টাউটবাজি। সেই সাথে ঘুষ বাণিজ্য।

দশ বছর পর ২০১১ এবং ২০১২ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই আইনে কয়েকটি সংশোধনী আনা হয়। প্রধানমন্ত্রীকে আবারও বোঝানোর চেষ্টা হলো 'অব্যাহত' শব্দটি বাদ দিলে ভারত হতে হিন্দুরা দলে দলে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে সম্পত্তি ফেরত পেতে। আমলা-মন্ত্রীদের এই অবাস্তব সংশয় উপেক্ষা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অব্যাহত শব্দটি বাদ এবং সহঅংশীদার শব্দ যোগ করলেও তাদের কুপরামর্শ অব্যাহত থাকে। জোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভুক্তভোগীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো 'ক' এবং 'খ' দুটি তালিকা। অর্থাৎ যেসব সম্পত্তি সরকার দখলে নিয়েছে এবং লিজ দিচ্ছে তা হবে 'ক' তালিকাভুক্ত এবং যেসব সম্পত্তিতে সরকারের দখল নেই শুধুমাত্র তহশিলদার ও এসি ল্যান্ডের কুটচাল এবং ঘুষ বাণিজ্যে পেন্সিলে/কলমে খাতার পাশে লেখা হয়েছে অর্পিত বা ভিপি তা হবে 'খ' তালিকাভুক্ত। সরকারি হিসেবে 'ক' তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ১,৯২,৬২৮ একর এবং 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি ৬,৭৪,৭৯৮ একর। ২০০১ সালের আইনে কেবলমাত্র সরকারের দখলে থাকা সম্পত্তির একটি গেজেট প্রকাশ করার কথা ছিল। অর্থাৎ 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে সরকার সেসময় বিবেচনায় নেয়নি। আমলাদের কুটচালে নতুন করে ৬,৭৪,৭৯৮ একর সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হলো। 'ক' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্ত হবে আদালতের মাধ্যমে এবং 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি স্থানীয় রাজনৈতিক কমিটির মাধ্যমে অথবা প্রার্থী চাইলে আদালতের মাধ্যমে। আমলা-মন্ত্রীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বোঝালেন আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতায়। হিন্দু সম্পত্তির সব খবর তারাই সবচেয়ে ভাল জানেন অর্থাৎ কে দেশে আছে আর কে দেশত্যাগ করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার শুরু হলো নতুন করে ভোগান্তি এবং রাজনৈতিক টাউটবাজি। সেই সাথে ঘুষ বাণিজ্য।

এই প্রেক্ষাপটে ৭ আগস্ট ২০১৩ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্তের নেতৃত্বে সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ ও সুব্রত চৌধুরী বিদ্যমান জটিলতা নিরসনে 'খ' তালিকা সম্পূর্ণরূপে বাতিলের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর নির্দেশে বহু-বিতর্কিত 'খ' তফসিল বাতিল হয় ৮ অক্টোবর ২০১৩। এটি ছিল বর্তমান সরকারের একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

'খ' তালিকা বাতিল আইনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি এমনভাবেই বাতিল হয়েছে যে, উক্ত তপশীলভুক্ত সম্পত্তি কখনও অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত হয়নি। আইনে এত স্পষ্ট ভাষা থাকা সত্ত্বেও ক'দিন পরপরই আমলারা একটির পর একটি সংশোধনী আনবার চেষ্টা চালিয়েছেন। বছর তিন আগে 'ক' তালিকার নতুন একটি গেজেট প্রকাশের জন্য মন্ত্রী পরিষদে প্রস্তাব আনেন আমলারা। যুক্তি খাড়া করেন ৬ হাজার একর সম্পত্তি ভুলক্রমে 'খ' তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং কিছু সম্পত্তি তালিকা হতে বাদ পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তা ফেরত পাঠান। এতেও ক্ষান্ত হয়নি আমলাতন্ত্র। আবারও মন্ত্রী পরিষদে প্রস্তাব আনেন 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি ফেরত দিতে তহশিলদার/এসি ল্যান্ড 'স্বত্ব–নির্ধারণপূর্বক' স্বত্ববান ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে ভূমি রেকর্ড সংশোধন করবে। 'অব্যাহত বাংলাদেশী' নাগরিকের মত আবারও একই চাল দিয়েছিল আমলাতন্ত্র।

পৃষ্ঠা ৭

নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে উদ্বেগ ও শঙ্কা বাড়ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমেজ নিয়ে আসেনি, এসেছে নানা ধরণের বিপর্যয় নিয়ে।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে পঠিত বক্তব্যে চলতি বছরের আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়কালে এদেশের সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতিতে বেশ খানিকটা উন্নতি হবার কথা উল্লেখ করা হলেও এদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, ২০১৬ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ছিল ১৪৭১টি, ২০১৭ সালে তা নেমে আসে ১০০৪-এ। আর চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত মোট ঘটনার সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৩৮০-তে। এর মধ্যে কথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে শাস্তি প্রদানের ঘটনা ঘটেছে ৭টি, ধর্মান্তরকরণের তৎপরতা ১টি, অপহরণ ও ধর্মান্তরকরণের ঘটনা ২টি, অপহরণ ও নিখোঁজের ঘটনা ২৮টি, ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনা ৮টি, ধর্ষণের ঘটনা ২১টি, গণধর্ষণের ঘটনা ৮টি, প্রতিমা চুরির ঘটনা ১৪টি, মন্দিরে চুরি/ডাকাতির ঘটনা ৭টি, প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ৫৬টি, মন্দিরে হামলা/ভাংচুর/অগ্নিসংযোগের ঘটনা ২৬টি, শ্মশান/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দখলের ঘটনা ১৩টি, বসতবাড়ি, জমিজমা দখল/উচ্ছেদের ঘটনা ৬২টি, দেশত্যাগের হুমকির ঘটনা ৭টি, বসতঘর/সম্পত্তি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে হামলা/ভাংচুর/অগ্নিসংযোগ/লুটপাট/ডাকাতির ঘটনা ১০১টি, চাঁদাদাবির ঘটনা ৮টি, হত্যার হুমকির ঘটনা ১৪টি, হত্যাচেষ্টার ঘটনা ১৫টি। বিগত আট মাসে হত্যার শিকার হয়েছে ৭১জন, মরদেহ উদ্ধার হয়েছে (প্রাথমিকভাবে হত্যাকান্ড বলে প্রতীয়মান) ১০জনের, জখম/আহত/শারীরিক নির্যাতন/হামলার শিকার হয়েছেন ২০৭ জন, দখলের/উচ্ছেদের তৎপরতায় ১০৪০টি পরিবার/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিনি বলেন, গত কয়েক মাস আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লন্ডন সফরকালে তাঁকে দেয়া এক বিরূপ সম্বর্ধনায় শ্লোগান দেয়া হয়েছে- 'শেখ হাসিনার বাপের নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম।' মাস দুয়েক আগে একজন রাজনীতিক-সাংবাদিক এক মামলায় হাজির হবার পরবর্তীতে আক্রান্ত হলে তিনি বিষোদ্গার করে বলেছিলেন, হিন্দুদের দেখে নেবেন। অথচ হিন্দু ধর্মাবলম্বী কেউ এ আক্রমণের সাথে যুক্ত ছিল না। এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত দুঃখের সাথে বললেন, রাজধানী ঢাকার মুগদায় মান্ডার হায়দার আলী স্কুল এ- কলেজের বাংলার প্রভাষক প্রশান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথিত ধর্ম অবমাননার মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ এনে তাঁকে চাকুরী থেকে অপসারণের ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। গত ৮ আগস্ট প্রভাতী শিফটের নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীদের লেখক হায়াৎ মামুদ রচিত 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠদানকালে তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেছিলেন, 'কবিতায় ছন্দ আছে, গানে সুর ও ছন্দ আছে। প্রকৃতির সব কিছুতে কোন না কোন ছন্দ আছে। এমনকি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠেও নির্দিষ্ট সুর রয়েছে।' এ কথাটিকে-ই বিকৃত করে কথিত ধর্ম অবমাননার মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ এনে ইতোমধ্যে প্রভাষককে নানানভাবে অপদস্থ, নাজেহাল করা হয়েছে, হচ্ছে। এ নাজেহালের ঘটনার সাথে লক্ষ্যণীয়, সব ক'টি রাজনৈতিক দলের সমর্থক শিক্ষকরা এ ঘটনার সাথে জড়িত। হায়দার আলী স্কুল ও কলেজের যে সব শিক্ষক এ ঘটনা মেনে নিতে পারছেন না, নীরবতা পালন করা ছাড়া তারা কোন গত্যন্তর দেখছেন না। পরন্তু সারা দেশে উপাসনালয়ের উপর আক্রমণ আবারো শুরু হয়েছে। একই সাথে গত ২১ সেপ্টেম্বর মাগুরা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি এ্যাড প্রদ্যুৎ কুমার সিংহ-র উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে গুরুতর জখম করা হয়েছে, বরিশালের উজিরপুরের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ হালদার নান্টুকে খুন করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এর সুষ্ঠু তদন্তের পাশাপাশি যারা এ জন্যে দায়ী, স্থিতিশীল পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্তে লিপ্ত তাদের চিহ্নিত করে দৃশ্যমান শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে ও সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, কাজল দেবনাথ, মঞ্জু ধর, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, উত্তম কুমার চক্রবর্তী, রবীন বসু, নারায়ন সাহা মনি প্রমুখ।

বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের বরিশাল জেলা ও মহানগর প্রতিনিধি সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নেত্রীবৃন্দ ছবি :পরিষদ বার্তা

অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম জোরদার করার প্রত্যয়

॥ বরিশাল প্রতিনিধি ॥

গত ২১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের বরিশাল জেলা ও মহানগর প্রতিনিধি সম্মেলনে ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশে যোগদান করে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম জোরদার করার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।

হাটখোলা হরি মন্দিরে আয়োজিত এই প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন লীনা দত্ত। প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে মহিলা ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য ও দিপালী চক্রবর্তী। লিটু দত্তসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, যে কোনো আন্দোলনে সম অধিকার নিয়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সম্মিলিত অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সংগঠনই এগুতে পারে না। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগঠন, এই সংগঠনও মহিলাদের সমান অংশগ্রহণ ছাড়া এগুতে পারবে না।

বক্তারা বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন হয়, হামলা হয়, লুটপাট হয়। মহিলারা নিগৃহীত হন আরও বেশি। তাই মহিলাদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের মহাসচিব শ্যামল কুমার পালিত বলেন, বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশন একটি মানবকল্যাণমুখী সামাজিক সংগঠন। আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে সবসময় কাজ করে আসছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান দুলাল কান্তি মজুমদার, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী, ফাউন্ডেশনের ভাইস-চেয়ারম্যান লায়ন কে.পি. দাশ, মহাসচিব শ্যামল কুমার পালিত, সহ-মহাসচিব এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, অর্থসচিব আশুতোষ সরকার, সাংগঠনিক সচিব বিশ্বজিৎ পালিত, শিক্ষাসচিব অধ্যাপক হারাধন নাগ, শিল্প ও বাণিজ্য সচিব সুভাষ দাশ, স্বাস্থ্য সচিব গৌতম চৌধুরী, ধর্ম ও সংস্কৃতি সচিব মতিলাল দেওয়ানজী, মন্দির সংরক্ষণ ও সংস্কার সচিব প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত, বিবাহ সচিব অধ্যক্ষ বিজয় লক্ষ্মী দেবী, দপ্তর সচিব বিকাশ মজুমদার, সদস্য তাপস কান্তি হোড়, বাসনা দাশ, অজিত কুমার আইচ, অনুপ রক্ষত, হরিপদ চৌধুরী বাবুল সহ স্থানীয় লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেবাশ্রম এর নেতৃবৃন্দ। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষে অনুদান গ্রহণ করেন যথাক্রমে মিলন দে, রণজিৎ দে, চন্দন দে, অজিত দে, অঞ্জন দে, সমীর দে, হারাধন দে, তরুণ দে, শিবু দে, তপন দেব, বিপুল চক্রবর্তী এবং মৃত অরুণ ভট্টাচার্য্য-এর মেয়ে।

নির্বাচনের আগেই সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন উৎসব নয়। আতঙ্কের বিষয়। এ বিষয়ে এখন আইনের প্রয়োজন। যারা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, অত্যাচার করবে তাদের বিচারের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতে হবে। বিশ্বে ভারত, নেপালসহ অন্যান্য দেশে, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন থাকলেও এখানে এই আইন নেই। এটা থাকলে সংখ্যালঘুদের ওপর কেউ নির্যাতন করে সাহস পেত না। এছাড়া তিনি সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় একটি পৃথক মন্ত্রণালয়ের দাবি করেন। বলেন, এই সরকার দেশে অনেক উন্নয়ন করেছে। কিন্তু মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এখনও অনেক কিছু করার আছে। নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন না হলে আগামি নির্বাচনে তাদের ওপর আঘাত আসবেই। তারা কোনো দিন বিচার পাবে না।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, দেশে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজন করা হলেও ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা সমাজ রাষ্ট্রে অনুপস্থিত। বর্তমানে বিরোধী দলের এ বিষয়ে কোনো চর্চাই নেই। এমনকি সরকারি দলের নেতাকর্মীরাও এ বিষয়ে কোনো চর্চা করেন না। দিন দিন সমাজে মাফিয়া চক্রের উত্থান বাড়ছে। অথচ দৃষ্টিভঙ্গির একটু পরিবর্তন হলে এ ধরনের ঘটনা দেশে ঘটতো না। যখনই দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের মতো ঘটনা ঘটে তখন এ বিষয়ে মামলা হলেও ঘটনা ঘটার আগে প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। সরকার যদি আগ থেকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিত তাহলে আজকে অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে এর বিরুদ্ধে কথা বলতে হতো না।

জাতীয় মানবাধিকর কমিশনের চেয়ারমান, কাজী রিয়াজুল হক বলেন, একটি রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়। স্বাধীন সার্বভৌম এই দেশে সব ধর্মের মানুষের অধিকার আছে তার অধিকার নিয়ে কথা বলার। দেশে আগে রাষ্ট্রীয় মদদে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন হলেও এখন হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, মৌলবাদীরা একজোট হয়ে পরিকল্পিত উপায়ে তারা ঠিকই ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ঘটনা প্রতিরোধে প্রশাসন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বলেন, আগামি নির্বাচনের আর মাত্র তিন মাস বাকি আছে। কিন্তু নির্বাচন ঘিরে এখন থেকে সংখ্যালঘুদের মনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এটি দেশে বাধা ধরা নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার দরকার। নির্বাচন আসবে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হবে। এ থেকে রক্ষা মিলবে না। এটা হতে পারে না।

মহাসমাবেশের ঘোষণা

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

কোনো নির্বাচনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। কোনো নির্বাচন তাদের কাছে আজ আর উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে না, আসে বিপর্যয় ও হাহাকার নিয়ে। এ পরিস্থিতিতে আশা ও আস্থায় যাতে তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেজন্যে সরকার ও এদেশের সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও জোটকে দায়িত্ব নিতে হবে।

আজকের এ মহাসমাবেশ থেকে সরকারের কাছে আমাদের দাবি–আগামি সংসদ নির্বাচনের পূর্বেই সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন ও বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের ঘোষণা দিতে হবে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন এবং ভূমি কমিশন কার্যকর করাসহ পাবর্ত্য শান্তিচুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নে অতি দ্রুত দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত সমতলের আদিবাসীদের জন্যেও পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনাদের প্রতি আমাদের আহ্বান– আসুন, আগামি সংসদ নির্বাচনে সবাই মিলে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বর্জন করি আর সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত যে কোনো ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। দেশের সকল সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতি আমাদের আহ্বান : নির্বাচন-পূর্ব, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ন্যায়সংগত দাবির পাশে থাকুন। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কোনো ছাড় দেবেন না- এ আমাদের অনুরোধ। সকল সামাজিক আন্দোলন ও নাগরিক সমাজের প্রতিও আমাদের আহ্বান-আপনারা আমাদের দাবির প্রতি সোচ্চার হন এবং যুক্ত থাকুন।

আসুন, আমরা সবাই মিলে ৭১-র শহীদের আত্মত্যাগ স্মরণে রেখে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখি।

ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদের জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন পর্ব ছবি : পরিষদ বার্তা

ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদের জাতীয় সম্মেলনে বক্তারা

নির্বাচনের পরিবেশ ক্ষুণ্ন করা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের ত্রিবার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মূল ধারার শক্তির পরিপূরক হিসেবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

গত ৭ সেপ্টেম্বর সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্‌স্‌টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত এই সম্মেলনে আগামি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের রক্ষা ও ভোটদান নিশ্চিত করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, নির্বাচন এলেই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে উদ্বেগ ও শঙ্কা বাড়ে। নির্বিঘ্নে ভোটদান করার পরিবেশ ক্ষুণ্ন করা হয়। এ অবস্থা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক।

সকালে ইন্‌জিনিয়ার্স ইন্‌স্‌টিটিউশন চত্বরে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করেন উদ্বোধক সমাজকল্যাণমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এমপি, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম দুই সভাপতি ঊষাতন তালুকদার এমপি ও হিউবার্ট গোমেজ, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, কাজল দেবনাথ, সাংবাদিক বাসুদেব ধর, মিলন কান্তি দত্ত ও নির্মল রোজারিও, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, অঙ্গ সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের সব জেলা-উপজেলা থেকে ছাত্র-যুব নেতা-কর্মীরা বিপুল সংখ্যায় সম্মেলনে যোগ দেন। মুহুর্মুহূ শ্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে সম্মেলনস্থল। উদ্বোধন পর্ব শেষে মিলনায়তনে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি নির্মল কুমার চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রমেন মণ্ডল। উল্লেখ্য, এই জাতীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ঐক্য পরিষদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ছাত্র ও যুবদের পৃথক অঙ্গ সংগঠন যাত্রা শুরু করে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল প্রধান অতিথির ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পতাকাতলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যারা বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, পাকিস্তানি ধারা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে, দিবাস্বপ্ন দেখে– আগামি নির্বাচনে তাদের পরাজিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে এগিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। আমরা এই অবস্থা মেনে নিতে পারি না। তিনি বলেন, ধর্মে ধর্মে বিভাজন করে, মন্দির-মঠ-গির্জায় হামলা চালিয়ে বাংলাদেশের মূল ভিত্তির ওপর আঘাত হানার দিন চলে গেছে। হামলা চালিয়ে কেউ পার পাবে না।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি এ্যাড. প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ঊষাতন তালুকদার এমপি, হিউবার্ট গোমেজ, অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন– কাজল দেবনাথ, সাংবাদিক বাসুদেব ধর, নির্মল রোজারিও, মনীন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত কুমার দেব, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, সুব্রত পাল, হরিচাঁদ মণ্ডল সুমন, এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, রবীন বসু, সুখেন্দু শেখর বৈদ্য, এ্যাড. দীপংকর ঘোষ, সাগর হালদার, মাধুরী চক্রবর্তী মিলি, উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার বাপ্পী, অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, সাংবাদিক সন্তোষ শর্মা, শ্যামল পালিত, এ্যাড. মৃত্যুঞ্জয় ধর ভোলা, এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, দিপালী চক্রবর্তী, এ্যাড. কিশোর কুমার রায় চৌধুরী পিন্টু প্রমুখ।

এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্যে আসন্ন নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বলেন, নির্বাচন মানেই সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা। এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।

সম্মেলনে ছাত্র ঐক্য পরিষদে আহ্বায়ক কমিটি ও যুব ঐক্য পরিষদের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

থেমে গেছে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবার শুধু ক্ষুব্ধই হননি, ভৎর্সনাও করলেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আমলাদের এবং জানতে চান 'খ' তালিকা যেখানে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে সেখানে বার বার কেন নতুন করে জটিলতা সৃষ্টির জন্য একটির পর একটি প্রস্তাব আনা হচ্ছে। এবারও বিলটি ফেরত পাঠান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তবে নামজারী নিয়ে হয়রানির কিন্তু শেষ নেই। একই সাথে চলছে জমজমাট ঘুষ বাণিজ্য। অভিযোগ আছে, এমনকি সচিব মহোদয়রাও স্বীকার করেন, প্রায় প্রতি জেলাতেই শতাংশ প্রতি এলাকা ভিত্তিক ঘুষের হার নির্ধারণ করা আছে। এই হলো আইনের চোখে সম্পূর্ণভাবে বাতিল হওয়া এবং কখনই শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি ছিল না বলে ঘোষিত 'খ' তালিকার সর্বশেষ অবস্থা।

'ক' তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে আমলাতান্ত্রিক ধারাবাহিক প্রতিবন্ধকতা, জটিলতা ও হয়রানির অপর একটি নিদর্শন হলো, আপিল টাইব্যুনাল আদালতের চূড়ান্ত রায় ও ডিক্রি অনুযায়ী বাদীকে সম্পত্তি ফেরত না দিয়ে জেলা প্রশাসকরা প্রথমে সরকারি আইনজীবিদের কাছে জানতে চান, করণীয় কি? তাদের মতামতে প্রত্যর্পণের কথা বলা হলেও সম্পত্তি ফেরত না দিয়ে একই বিষয়ে মতামত জানতে আবার ভূমি মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়। উত্তরে ভূমি মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসকদের জানায়, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইবুন্যাল এবং আপিল ট্রাইবুন্যালের রায় ও ডিক্রিতে কোনও রকম অসঙ্গতি পরিলক্ষিত না হলে এবং এর মাধ্যমে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকারি স্বার্থের কোনও ক্ষতি সাধিত না হলে উক্ত রায় ও ডিক্রি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ আদালতের চূড়ান্ত রায় সঠিক হয়েছে কিনা তার বিচারের ভার জেলা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত করে ভূমি মন্ত্রণালয়, যা এক কথায় আদালত অবমাননার শামিল। উল্লেখ্য অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী আপিল টাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, যা জেলা প্রশাসক আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করবে।

এখানেই শেষ নয়– জেলা প্রশাসকরা পুনরায় একই বয়ানে বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে, তাদের নির্দেশনা চেয়ে। আইন মন্ত্রণালয় সলিসিটরের নিকট প্রেরণ করলে সলিসিটরের মতামত হলো, আপিল ট্রাইবুন্যালই তথ্যগত এবং আইনগত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে বিধায় তাদের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে, এবং রায় বাস্তবায়নে কোনও আইনগত প্রতিবন্ধকতা নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় ২৮.১০.২০১৫ তারিখে একটি পরিপত্র জারি করে জানায়, আপিল ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্ত বা আদেশ বা রায় বাস্তবায়ন করতে জেলা প্রশাসকদের নিকট হতে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশনা চেয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ অনভিপ্রেত এবং একই সাথে রায় বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয় ঐ পরিপত্রে। এত কিছুর পরও ১৩.১১.২০১৫ তারিখে মাননীয় আইনমন্ত্রী কোন বিবেচনায় রায় বাস্তবায়নের নির্দেশনা না দিয়ে আপিল ট্রাইবুন্যালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে সরকার পক্ষে রিট মামলা দায়ের করার মতামত জানিয়ে বিষয়টি রিট শাখায় প্রেরণ করা ও জেলা প্রশাসককে অবহিত করার নির্দেশ দেন তা সবাইকে যারপর নেই বিস্মিত ও হতাশ করেছিল।

সত্যি কথা বলতে কি 'এরা সবাই জ্ঞান পাপী' এবং এদের নিয়তই হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদ্বিচ্ছা বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যাই থাকুক না কেন– ছলে-বলে-কৌশলে শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ঠেকাও। একান্তই যদি না পার, কুটচাল এবং চিঠি চালাচালির মাধ্যমে প্রত্যর্পণ বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত কর অন্তত সরকার বদল (??) পর্যন্ত, যেমনটি ঘটেছিল ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তির প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়নকালে এবং এই মানসিকতারই সর্বশেষ ও বর্তমান কূটচালটি হলো প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নে হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের লিভ টু আপিলের আবেদন ফেলে রেখে প্রত্যর্পণ কার্যক্রমটিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য হিমাগারে পাঠিয়ে দেয়া।

নতুন নেতৃত্ব

যুব ঐক্য পরিষদ

পঙ্কজ সাহা
সভাপতি

রাহুল বড়ুয়া
সভাপতি

রবার্ট নিক্সন ঘোষ
সভাপতি

ব্যারিষ্টার তাপস কান্তি বল
সাধারণ সম্পাদক

ছাত্র ঐক্য পরিষদ

আকাশ চৌধুরী
আহ্বায়ক

হীরা কুমার কুণ্ডু
সদস্য সচিব

পরিষদ বার্তা সেপ্টেম্বর ২০১৮

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশের একাংশ (খবর প্রথম পৃষ্ঠায়) ছবি : পরিষদ বার্তা

থেমে গেছে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন

প্রত্যর্পণ কর, ফেরত দাও– প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

ছলে-বলে-কৌশলে প্রত্যর্পণ ঠেকাও– আমলাতন্ত্র

কাজল দেবনাথ

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার কিছু কিছু কার্যক্রম হামাগুড়ি দিয়ে চললেও কার্যত এর ফলাফল ছিল শূন্য। সম্পত্তি ফেরত পেয়েছেন এমন একজন ভাগ্যবান ব্যক্তির সন্ধানও মেলেনি অদ্যাবধি। তবু কার্যক্রম তো চলছিল, অর্থাৎ বিভিন্ন দফতরে ফাইল ওঠানামা করছিল, সাথে ঘুষ বাণিজ্যও চালু ছিল। কিন্তু কয়েক মাস ধরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে থেমে গেছে।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের বিষয়ে ১ এপ্রিল ২০১৮ ঘোষিত হাইকোর্টের রায় চ্যালেঞ্জ করে ভূমি মন্ত্রণালয় একটি লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমোদন চেয়ে আবেদন) দায়ের করেছে। প্রায় ৪ মাস পেরিয়ে গেলেও তার কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। কার্যত এই আপিল আবেদনের মাধ্যমেই প্রত্যর্পণের সকল প্রক্রিয়া থামিয়ে রাখা হয়েছে। অভিযোগ আছে এই কুপরামর্শ বা কৌশলের পেছনে আইন মন্ত্রণালয়েরও হাত আছে।

হাইকোর্টের যে রায়ের বিরুদ্ধে ভূমিমন্ত্রণালয় আপিল করেছে সেই মামলার শুনানিতে সরকারের পক্ষে এ্যাটর্নি জেনারেল আদালতে উপস্থিত হয়ে মতামত দিয়েছেন এবং হাইকোর্টের রায়ে এ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যের প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এছাড়াও ওই রায়ে মূলত সরকারের নৈতিক অবস্থানই পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যর্পণ আইনের বিধান অনুযায়ী আইনে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি করা ও আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের আলোকে আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই তা বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয়েছে।

হাইকোর্টের রায়ে যে ৯টি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তাহলো :

১। সরকারের সকল কর্মকর্তাদের প্রতি এই বলে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে যে– ভবিষ্যতে যেন আর কোন পৃষ্ঠা ৫

নির্বাচনের আগেই সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

আগামি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই দেশে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতারা। তাঁরা বলেন, নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। প্রতি নির্বাচনের আগেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার, নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। আইন না থাকায় এবারও একই ধরনের ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে। নির্বাচন সবার জন্য উৎসব হলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে এটা আতঙ্কের। নির্বাচন এলেই তাদের মধ্যে আতঙ্কের মাত্রা বাড়তে থাকে। এটা অবসান হওয়া দরকার। আইনের মাধ্যমে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

১১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সেমিনার হলে নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে 'নির্বাচনকালে সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধ আইনের সংস্কার' নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তারা এ দাবি জানান। সূচনা বক্তব্যে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহারিয়ার কবির বলেন, ২০০৮ সাল বাদে বিগত সব নির্বাচনগুলোতে কমবেশি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর টানা তিন বছর তা অব্যাহত ছিল। এ বিষয়ে গঠিত কমিশন ওই সময়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের মতো ১০ হাজার নির্যাতনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করলেও আজ পর্যন্ত তার কোনো বিচার হয়নি, একমাত্র পূর্ণিমার ঘটনা ছাড়া।

তিনি বলেন, আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে এখনও নির্যাতন অব্যাহত থাকলেও সংখ্যালঘুদের অনেকে ভয়ে মামলা করতে চায় না। আবার অনেকের ভয়ে মামলা প্রত্যাহার পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের ওপর জামায়াত শিবিরের হুমকি ছিল প্রতিনিয়ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃষ্ঠা ৬

ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে উদ্বেগ ও শঙ্কা বাড়ছে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৮ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটিভুক্ত ২১টি সংগঠনকে সাথে নিয়ে মহাসমাবেশের প্রস্তুতি নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, আগামি একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে নানান রাজনৈতিক সমীকরণে ব্যস্ত। অন্যদিকে নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনমনে শংকা, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে। কেননা, ৯০-পরবর্তী স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনগুলো কখনো এদের কাছে উৎসবের পৃষ্ঠা ৬

মহাসমাবেশের প্রস্তুতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ছবি : পরিষদ বার্তা

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২